দৈনিক জনকণ্ঠ

322

তারিখ ... JUL 1 2 1999

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

'ছশ' কোটি মানববর্ষে' ঢাকা ভার্সিটির নতুন সহস্রাব্দের অঙ্গীকার– পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্ট

মামুন-অর-রশীদ

এখন থেকে পাঁচ শ' কোটি বছর আগের কথা। জ্বলন্ত সূর্য থেকে ছিটকে পড়েছিল পৃথিবী। মানুষের কামনায় তখন থেকেই ধরণী ছিল উদ্বেগাকুল। একটি থেকে দু'টি, দু'টি থেকে কোটি এভাবে সাড়ে চার শ' কোটি বছরে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে পাঁচ শ' কোটি মানুষ। যে মানুষের কামনায় ধরণী ছিল আকুল আজ সেই মানুষই পৃথিবীকে করল সমস্যাসঙ্কুল। মানুষ আজ আর ধরণীর কামনা নয়। বিদ্যমান জনগোষ্ঠীকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম গ্যারান্টি দেয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার মানুষের সমস্যার প্রকৃতি ও সমাধান নিয়ে চলেছে গবেষণা ও আনুষ্ঠানিকতা। প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'। বাংলাদেশও এই আনুষ্ঠানিকতার বলয়ের বাইরে নয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর থেকে চালু হচ্ছে 'পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্ট'। দিনভর বৃষ্টি উপেক্ষা করে সদ্য খোলা 'পপুলেশন সায়েন্সেস' ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতার জায়গা থেকেই। সকালে বৃষ্টিতে ভিজে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, বিকালে আকর্ষণীয় বিতর্ক এবং মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দিবসটি পালন করেছে।

বৃষ্টির কারণে সকাল সাড়ে দশটায় কলাভবনের গেটে পাঁচ শতাধিক ছাত্র, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও উপাচার্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। হঠাৎ উপাচার্য নিজেই বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েন। হুড়মুড় করে সবাই বৃষ্টিতে ভিজে র‍্যালিতে অংশ নেন। ব্যানার, ফেস্টুন, ক্যাপ ও টি-শার্টের সংগ্রহ র‍্যালিটিকে বর্ণাঢ্য রূপ দিয়েছে। র‍্যালি শেষে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সেখানে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেক বেশি। সেই প্রত্যাশার দিকে খেয়াল রেখেই বন্যার সময়, পানি সঙ্কটে কিংবা জাতির যে কোন সমস্যা সমাধানে আমরা যেমন এগিয়ে যাই তেমনি জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার থেকে নব উদ্যোগে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে হবে।' জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের আর্থিক অনুদানে বিভাগটি প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করে উপাচার্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

'জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি' শীর্ষক বিতর্ক

দিনভর অনুষ্ঠানমালার মধ্যে বিকাল সাড়ে তিনটায় টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় 'জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি' শীর্ষক বিতর্ক। প্রস্তাবের পক্ষে

লক্ষ্য জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা

বলেছেন অমিত দাস গুপ্ত, শারমিন সুলতান, তরিকুল ইসলাম লিটন. বিপক্ষে বলেছেন ফাতেমা কানিজ নয়ন, সেইন্ট আকুঞ্জি এবং শাইখ ইমতিয়াজ শিমুল। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ টেলিভিশন ক্লুল বিতর্কের পরিচালক প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া। পক্ষের বক্তারা প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন– জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়'। পক্ষান্তরে বিপক্ষের বক্তারা বলেছেন, জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে তবে তা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নয়। উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, মূলধন এবং বিনিয়োগের বিষয়টিও তারা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনেছেন।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ র‍্যালি বের করে —জনকণ্ঠ

মুক্ত আলোচনা

গতকাল বিকালে টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ছয় শ' কোটি জনসংখ্যার বছর ঃ আগামী শতাব্দীতে করণীয় এবং দায়িত্বসমূহ' শীর্ষক মুক্ত আলোচনা। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেস'র প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ডঃ একে এম নূর-উন-নবী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী। ইউএনএফপিএ'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি সু ইয়ান জু, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, মাহফুজ আনাম, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অধ্যাপক নূর-উন-নবী তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বারো কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা এক দশমিক সাত ভাগ। এই হারে বৃদ্ধি পেলে দু'হাজার ৫০ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে বাইশ কোটি। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি যতটা না বড় সমস্যা তার চেয়ে বড় সমস্যা সম্পদের সুষম বন্টন। সম্পদের সুষম বন্টন করতে পারলে এই সমস্যা অনেকাংশে রোধ করা যাবে। যদি জনসংখ্যা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান না হয় তাহলে আমাদের সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য শক্তিশালী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসহ হেলথ সার্ভিসের ব্যবস্থা, সিভিল সোসাইটি গঠন ও সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

যেভাবে 'পপুলেশন সায়েন্সেস' বিভাগ খোলা হলো

চলতি শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে ২৫/৩০ ছাত্র মাস্টার্সে ভর্তি করা হবে। ভর্তি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। যাঁরা অনার্স গ্রাজুয়েট কেবল তাঁরাই এখানে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবেন। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের তিন কোটি টাকা অনুদানে বিভাগটি তার কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের অনুদানে বিশ্বে এই প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। উপাচার্য এবং প্রক্টরের একান্ত আন্তরিকতা এবং তহবিলের কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বলে জানিয়েছেন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী আশা করছেন, বিভাগের কার্যক্রম বিদ্যমান জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপ দেয়ার জন্য পলিসি মেকিং ও তার প্রায়োগিক দর্শন খুঁজে বের করতে বড় ধরনের অবদান রাখবে।